Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/4/2026 4:05 PM Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২১ মাঘ ।। ১৪৩২।। বুধবার ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৪৭ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

মাইক্রো
সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/4/2026 4:05 PM Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২১ মাঘ ।। ১৪৩২।। বুধবার ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৪৭ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

সকালে কুয়াশা এবং ঠান্ডা অনুভূত হলেও আস্তে আস্তে চড়ছে পারদ, বিদায়ের পথে শীত

ট্রাম্পের রক্ষিতা মুনির-শাহবাজ! ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তিতে কটাক্ষ পাক নাগরিকদের

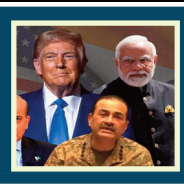

ভোটবঙ্গে ফেব্রুয়ারিতে ফের শাহী সফর, দলীয় নেতৃত্বের উপর আস্থা কমায় কি বারবার সফর? উঠছে প্রশ্ন

ইরান-আমেরিকা যুদ্ধ শুরু!

ইরানি ড্রোন ধ্বংস করল মার্কিন বায়ুসেনা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ শুরু হয়ে গেল কি আমেরিকা-ইরান সরাসরি যুদ্ধ? গত মঙ্গলবার আরব সাগরে মোতায়েন থাকা মার্কিন যুদ্ধজাহাজ 'ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন'-এর দিকে ধেয়ে আসা একটি ইরানি ড্রোনকে মার্কিন সেনা গুলি করে নামানোর পর এই প্রশ্নই এখন বিশ্বজুড়ে। পেন্টাগন সূত্রে খবর, ইরানের শাহিদ ১৩৯ ড্রোনটি অত্যন্ত আগ্রাসী মেজাজে মার্কিন রণতরীর দিকে এগিয়ে আসছিল। ড্রোনটির উদ্দেশ্য নিয়ে প্রবল সংশয় তৈরি হওয়ায় মার্কিন এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান সেটিকে মাঝআকাশেই গুঁড়িয়ে দেয়। সংবাদসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই ঘটনাটি ঘটে। ইরানের সীমান্ত থেকে প্রায় ৫০০ মাইল দূরে ড্রোনটি ধ্বংস করা হয়েছে। হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিট নিশ্চিত করেছেন যে, এই অভিযানে মার্কিন সেনা বা

পরিকাঠামোর কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে ড্রোন ধ্বংসের এই ঘটনায় তেহরান এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায়নি, যা পরিস্থিতিকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে। এই ড্রোন হামলার কয়েক দিন আগেই গত শুক্রবার পেন্টাগনে আমেরিকা ও ইজরায়েলের মধ্যে এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রয়টর্সের রিপোর্ট অনুযায়ী, মার্কিন জেনারেল ড্যান কেইন এবং ইজরায়েলি সেনার চিফ অফ স্টাফ আয়ল জমিরের উপস্থিতিতে হওয়া ওই বৈঠকের মূল বিষয়বস্তু ছিল ইরানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সামরিক প্রস্তুতি। ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, তেহরানের মাটিতে হামলার নীল নকশা তৈরি করতেই এই শীর্ষ পর্যায়ের সেনাকর্তাদের আলোচনা।ওয়াশিংটন থেকে ফেরার পর ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু তড়িঘড়ি দেশের শীর্ষ নিরাপত্তা আধিকারিকদের নিয়ে দফায় দফায় বৈঠকে বসেন। তেল আভিভে প্রধানমন্ত্রীর সাথে এই বৈঠকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী কাটজ, মোসাদ প্রধান ডেভিড বার্নিয়া ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সামরিক প্রস্তুতি ও সম্ভাব্য যুদ্ধের পরিণতির প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতেই এই বৈঠক।পরপর এই ঘটনাপ্রবাহ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, আরব সাগরের এই ড্রোন ধ্বংস কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং এটি বড় কোনও সামরিক সংঘাতের পূর্বাভাস হতে পারে। এখন প্রশ্ন উঠছে, ইরান কি এই ঘটনার পাল্টা জবাব দেবে? যদি দেয়, তবে কি দুই দেশ সরাসরি পূর্ণমাত্রার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে?

সুপ্রিম সওয়াল মমতার

কমিশনকে নোটিস জারি সুপ্রিম কোর্টের

দীপঙ্কর দোলাই, নয়া জামানা ঃ এসআইআর মামলায় সুপ্রিম কোর্টে বড়সড় নৈতিক জয় পেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চ এই মামলায় নির্বাচন কমিশনকে নোটিস জারি করেছে।

একইসঙ্গে ভোটারদের প্রতি কমিশনকে আরও সহানুভূতিশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত।এদিন আদালতে রাজ্যের সপক্ষে সওয়াল করেন বর্ষীয়ান আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান। তিনি জানান, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের হাতে সময় আছে মাত্র ১১ দিন। এখনও প্রায় ৬৩ লক্ষ মানুষের শুনানি বাকি। নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করতে হলে প্রতিদিন গড়ে ১৫.৫ লক্ষ শুনানি করা প্রয়োজন, যা কার্যত অসম্ভব। আইনজীবীর সওয়ালের পর পার্টি ইন পার্সন হিসেবে নিজে বলতে চান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন, কোথাও বিচার পাচ্ছি না। দয়া করে আমাকে বলতে দিন। মানুষ কষ্ট পাচ্ছে।মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, নাম কাটার

উদ্দেশ্যেই তড়িঘড়ি এই এসআইআর প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। বাড়ি বদল বা সামান্য পদবির ভুলের কারণেও বহু মানুষের নাম বাদ যাচ্ছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, যে কাজ করতে দু'বছর সময় লাগে, তা দু'মাসে করতে গিয়ে সাধারণ মানুষ কেন হয়রান হবে?এছাড়াও মাইক্রো অবজার্ভারদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে আদালত দীর্ঘ শুনানি শেষে সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনের কাছে জানতে চেয়েছে, বাংলায় চলা এই বিশেষ প্রক্রিয়ায় তারা ঠিক কী কী পদক্ষেপ করছে। একইসঙ্গে নবান্নকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এই কাজের জন্য কতজন অফিসার দিতে পারবে তা দ্রুত জানাতে।

নয়া সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বাংলাদেশ আবারও ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। প্রায় ১২ কোটি ৭০ লাখ ভোটার, ৩০০টি সংসদীয় আসন এবং তিনটি সম্ভাব্য রাজনৈতিক সমীকরণ;সব মিলিয়ে এই জাতীয় নির্বাচনকে স্বাধীনতার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভোট বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর বহু নির্বাচন হয়েছে, কিন্তু এবারের ভোট দেশের গণতন্ত্র, অর্থনীতি এবং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশ ঠিক করে দিতে পারে বলেই উত্তেজনা তুঙ্গে। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম এত বড় সংখ্যক ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চলেছেন। তরুণ ভোটারদের সংখ্যা উল্লেখ যোগ্যভাবে বেড়েছে। ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সী নতুন প্রজন্মের ভোটাররাই এবার 'কিংমেকার' হতে পারেন বলে ধারণা। কর্মসংস্থান, মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং দুর্নীতির মতো ইস্যুগুলিই তাঁদের ভোটের সিদ্ধান্তে বড় প্রভাব ফেলবে। ৩০০ আসনের এই লড়াইয়ে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষমতাসীন দল, প্রধান বিরোধী জোট এবং নতুন রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে। রাজনৈতিক মহলের মতে, তিনটি সম্ভাব্য ফলাফল সামনে আসতে পারে। প্রথমত, ক্ষমতাসীন দল আবারও স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে পারে, যা ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে। দ্বিতীয়ত, হাং পার্লামেন্ট বা ঝুলন্ত সংসদ; যেখানে কোনও দল এককভাবে সরকার গঠন করতে পারবে না, ফলে জোট রাজনীতি এবং দরকষাকষির যুগ শুরু হতে পারে। তৃতীয়ত, বিরোধীদের বড় উত্থান;যা দেশে বড় রাজনৈতিক পালাবদলের ইঙ্গিত দেবে।এবার বাংলাদেশে ভোট হবে ১২ ফেব্রুয়ারি। ভোটের প্রচার শুরু হয়েছে ২২ জানুয়ারি থেকে এবং শেষ হবে ১০ ফেব্রুয়ারি। সকাল সাতটা তিরিশ মিনিট থেকে শুরু করে ভোটদান পর্ব চলবে বিকেল চারটে তিরিশ মিনিট পর্যন্ত। এবারে সেখানে মোট প্রার্থীর সংখ্যা ১,৯৮১ জন। মোট ৪২ হাজার ৭৬১ টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র করা হবে। পোলিং বুথ থাকবে ২ লাখ ৪৫ হাজারটি। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে ৯২ হাজার ৫০০ জন সেনা। থাকছে পুলিশ এবং আধাসেনা। সব মিলিয়ে মানুষের সিদ্ধান্তই ঠিক করে দেবে আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশ কোন পথে এগোবে। তাই এবারের নির্বাচন শুধু একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নয়, বরং সেদেশের ভবিষ্যৎ গঠনের এক ঐতিহাসিক অধ্যায়।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/4/2026 4:05 PM Page 3

সুদর্শন চক্র’ এস-৪০০-এর প্রয়োজন নেই

ভারতের ‘কালি’ চিনের কাছে দুঃস্বপ্ন

নয়া জামানা ডেক্স ঃ নিজের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাচ্ছে ভারত। দেশীয় প্রযুক্তি এবং আমদানি করা প্রযুক্তির সংমিশ্রণে সেই কাজ এগিয়ে চলেছে। রাশিয়ার এস-৪০০ এবং দেশে তৈরি আকাশ মিসাইল সিস্টেম ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। সারা দেশে বায়ু প্রতিরক্ষা সুরক্ষা জোরদার করার জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্পে কাজ চলছে।এই প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি হল ‘কালি’ । দীর্ঘদিন ধরে গোপন গবেষণার অংশ এই প্রকল্পটি ‘নির্দেশিত শক্তি প্রযুক্তি’র উপর কাজ করছে। ‘কিলো অ্যাম্পিয়ার লিনিয়ার ইনজেক্টর’ -এর সংক্ষিপ্ত রূপ কালি। এটি একটি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন ইলেকট্রন অ্যাক্সিলারেটর, যা প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানীরা উচ্চ-শক্তির রশ্মি এবং উচ্চ-ক্ষমতার মাইক্রোওয়েভের সামরিক প্রয়োগ পরীক্ষা করে দেখার জন্য তৈরি করেছেন। ডিরেক্টেড এনার্জি ওয়েপনস -কে ভবিষ্যতের যুদ্ধের একটি মূল উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। যার মধ্যে লেজার এবং মাইক্রোওয়েভ-ভিত্তিক সিস্টেমও রয়েছে। এগুলি প্রচলিত

অস্ত্রের মতো নয়, এই অস্ত্রগুলিকে শত্রু পক্ষের ইলেকট্রনিক সিস্টেমকে অকেজো করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ১৯৮৫ সালে ‘কালি’ তৈরি শুরু করে ভারত। প্রথমে এর কর্মক্ষমতা সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানানো হয়নি। শিল্পের প্রয়োজনে ভারত নতুন প্রযুক্তির লিনিয়ার ইনজেক্টর তৈরি করছে বলে জানানো হয়েছিল। ভারতের সশস্ত্র বাহিনীতে কালির অন্তর্ভুক্তি হওয়ার পর গোটা বিশ্বের টনক নড়ে। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের দাবি, প্রতিপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্রকে আকাশেই ঝলসে দেওয়ার অস্ত্র তৈরি করে ফেলেছে ভারত। মার্ক্স জেনারেটরের মতো বিশেষ সরঞ্জাম ব্যবহার করে ইলেকট্রন কণার শ্রোতকে উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন মাইক্রোওয়েভ পালসে রূপান্তরিত করা যায়। নানা সূত্র অনুযায়ী, এই সিস্টেমটির একাধিক সংস্করণ রয়েছে, যার মধ্যে কালি-৫০০০ এবং কালি-১০০০০ রয়েছে। প্রতিটি সংস্করণ অপরটির চেয়ে শক্তিশালী।প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকরা উল্লেখ করেছেন, এই ধরনের সিস্টেম আধুনিক যুদ্ধবিমানের ইলেকট্রনিক্স, যার মধ্যে রাডার সিস্টেম, অ্যাভিওনিক্স এবং ফ্লাইট-কন্ট্রোল কম্পিউটারকে অকেজো করে দিতে পারে। কিছু বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দিয়েছেন যে, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে উন্নত স্টিলথ যুদ্ধবিমানগুলি উচ্চ-ক্ষমতার মাইক্রোওয়েভ আক্রমণে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

তবে, কার্যরত যুদ্ধবিমানের বিরুদ্ধে কালি-কে পরীক্ষা করার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি এবং এটি কোনও সামরিক মহড়া বা সংঘাতেও ব্যবহৃত হয়নি। অনেকের দাবি, চিনও একই প্রযুক্তির উপর কাজ করছে।অনেক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, কালি সিস্টেমটি কার্যক্ষমতা উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধ। জানা গিয়েছে, এর বড় সংস্করণগুলি ভারী, এক জায়গায় স্থির থাকে, প্রচুর বিদ্যুৎ ব্যবহার করে এবং এগুলিকে ঠান্ডা রাখতে খরচ অনেক। এগুলির পাল্লা সীমিত, দীর্ঘপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত দ্রুতগতির লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে এটি কম উপযোগী। এছাড়াও, দু’টি পালসের মধ্যবর্তী রিচার্জের সময় অনেক বেশি। বিজ্ঞানীরা এই অস্ত্রটিকে আরও সচল এবং আরও কার্যকরী করা বিষয়ে কাজ করে চলেছেন।

কফিতে আদা

মেশালেই মহৌষধ !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ আজকাল স্বাস্থ্যকর পানীয় নিয়ে মানুষের আগ্রহ ক্রমেই বাড়ছে। চায়ে আদা দেওয়া বহুদিনের পরিচিত অভ্যাস হলেও এখন অনেকেই কফিতেও আদা মিশিয়ে পান করছেন। কেউ কেউ মনে করেন এতে মেটাবলিজম বাড়ে ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হয়। আবার কারও মতে এটি ওজন কমাতে সাহায্য করে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কফির সঙ্গে আদা মিশিয়ে খাওয়া সত্যিই কি স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী নাকি এতে ক্ষতির আশঙ্কাও রয়েছে? তাই এর ভাল ও খারাপ, দু’দিকই জানা জরুরি।কফি ও আদা, দু’টিই আলাদা আলাদা ভাবে স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়।

কফিতে থাকা ক্যাফেইন মস্তিষ্ককে সজাগ রাখে, ক্লান্তি কমায় এবং মনোযোগ বাড়াতে সাহায্য করে। অন্য দিকে আদায় রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গুণ, যা হজমে সাহায্য করে, সর্দি-কাশি কমায় এবং রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক।

এই দুই উপাদান একসঙ্গে মিশলে শরীরে উষ্ণতা তৈরি হয় এবং মেটাবলিজম সক্রিয় হতে পারে। অনেকের ক্ষেত্রে এটি গ্যাস, পেট ফোলা বা বমিভাবের মতো সমস্যাতেও কিছুটা স্বস্তি দেয়।ডায়াবেটিসে সবেদা খাওয়া কতটা নিরাপদ?ওজন কমানোর চেষ্টা করছেন এমন মানুষের মধ্যে আদা-দেওয়া কফি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আদা শরীরের ফ্যাট বার্ন করার প্রক্রিয়া দ্রুত করতে সাহায্য করতে পারে, আর কফি সাময়িকভাবে খিদে নিয়ন্ত্রণে রাখে। সকালে খালি পেটে অল্প পরিমাণ আদা মিশিয়ে কফি খেলে এনার্জি লেভেল বাড়ে এবং সারাদিন নিজেকে চনমনে লাগতে পারে। এছাড়াও এই পানীয় শরীরের প্রদাহ কমাতে ও পেশির জড়তা দূর করতে সহায়ক বলে মনে করা হয়। বিশেষ করে যারা নিয়মিত শরীরচর্চা করেন, তাঁদের জন্য।তবে আদা মেশানো কফি সকলের জন্য উপকারী নাও হতে পারে।

ডুমসডে ভল্ট

এই গুহাতেই রয়েছে গোটা দুনিয়ার ডেটা !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ পৃথিবীর একেবারে প্রান্তে এমন একটি জায়গা আছে যেখানে শুধু বরফ, নীরবতা এবং অন্ধকারই বিরাজমান। সেখানে মানব সভ্যতার কোনও চিহ্ন নেই। যে জায়গাটির কথা বলা হচ্ছে, সেটা নরওয়ের একটি ছোট এলাকা। এর নাম লংইয়ারবিন। এটা একটা দ্বীপ যা উত্তর মেরুর খুব কাছে অবস্থিত। এখানে মাসের পর মাস সূর্যের আলো দেখা যায় না এবং তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নীচে থাকে। তবে এই জায়গাটি মেরু ভাল্লুকদের বাসস্থান। এখানেই মানবজাতি ভবিষ্যতের জন্য তাদের সবচেয়ে মূল্যবান উত্তরাধিকার লুকিয়ে রেখেছে।

বিশ্বের সবচেয়ে সুরক্ষিত স্থান

এই জায়গাটিতে একটি পাহাড় আছে, যাকে বিশ্বের সবচেয়ে সুরক্ষিত স্থান বলা হয়। এর নাম সভালবার্ড গ্লোবাল সিড ভল্ট, যা সাধারণত ‘ডুমসডে ভল্ট’ নামে পরিচিত। এখানেই মানব সভ্যতাকে পুনর্নির্মাণের সূত্রটি নিহিত আছে। প্রাথমিকভাবে এটা গ্লোবাল সিড ভল্ট হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে সারা বিশ্বের ফসলের বীজ নিরাপদে সংরক্ষণ করা হয়, যাতে যদি কখনও কোনও বৈশ্বিক বিপর্যয় ঘটে, তবে কৃষি ও জীবন আবার শুরু করা যায়।

সমগ্র ডিজিটাল সভ্যতার ব্যাকআপ

পরে এই পাহাড়ের ভেতরে আরেকটি মিশন হাতে নেওয়া হয়, যার নাম আর্কটিক ওয়ার্ল্ড আর্কাইভ। এর অর্থ হল, এখন এখানে শুধু বীজ নয়, বরং সমগ্র ডিজিটাল সভ্যতার একটি ব্যাকআপও সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ধারণাটি হল, পৃথিবী যদি ইন্টারনেটবিহীন হয়ে যায়, সার্ভার পুড়ে যায় বা ডেটা মুছে যায়, তবুও মানবজাতির জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যাবে না। এই কারণেই বিশ্বের বড় বড় প্রযুক্তি সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ডিজিটাল সম্পদ এখানে জমা রেখেছে। ওপেন-সোর্স সফটওয়্যার থেকে শুরু করে আধুনিক প্রযুক্তির সোর্স কোড পর্যন্ত সবকিছুই এই বরফের ভল্টে সুরক্ষিত আছে।

ভারত এই স্থানে কী সংরক্ষণ করেছে?

ভারত এখানে শুধু প্রযুক্তিগত নথিই নয়, তার সাংস্কৃতিক পরিচয়ও ডিজিটাল আকারে সংরক্ষণ করেছে। তাজমহলের থ্রিডি ডিজিটাল রেকর্ড, সংবিধানের একটি অনুলিপি, বিরল পাণ্ডুলিপি এবং ইসরোর গুরুত্বপূর্ণ মিশনগুলোর ডেটাও ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য এখানে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।হায়দ্রাবাদের ইক্রিস্যাট এবং ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে এক লাখেরও বেশি বীজের নমুনা এখানে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জোয়ার, বাজরা এবং রাগি-র মতো বাজরা শস্য, সেইসঙ্গে ডাল ও ধানের বিরল জাত। এই সমস্ত বীজ সিল করা পাত্রে রাখা আছে, যার মালিকানা সম্পূর্ণরূপে ভারতের।

কীভাবে ডেটা মহাপ্রলয় থেকে সুরক্ষিত থাকবে?

আর্কটিক ওয়ার্ল্ড আর্কাইভের সবচেয়ে বড় শক্তি হল এটা সম্পূর্ণ অফলাইন। এখানে কোনও ইন্টারনেট সংযোগ নেই, তাই হ্যাকিংয়েরও কোনও সুযোগ নেই। তথ্যগুলো একটি বিশেষ ফিল্মে রেকর্ড করা হয়, যা বিদ্যুৎ ছাড়াই শত শত বছর ধরে সুরক্ষিত থাকতে পারে। প্রাকৃতিক বরফ বা পারমাফ্রস্টই এই নিরাপত্তার প্রধান উৎস। এমনকী যদি পুরো বিশ্ব অন্ধকারে ডুবে যায়, তবুও এখানে সংরক্ষিত তথ্য সুরক্ষিত থাকবে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল মানবতাকে সংরক্ষণ করা। একারণেই এই বরফের গুহাটিকে ভবিষ্যতের ব্ল্যাক বক্স বলা হয়, যেখানে মানব সভ্যতার পরিচয় শান্তিতে তার সময়ের জন্য অপেক্ষা করছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/4/2026 4:05 PM Page 4

দামোদরের বালিতে যুদ্ধের ক্ষত, সোনামুখীতে উদ্ধার জীবন্ত মর্টার সেল

নয়া জামানা , সোনামুখী ঃ নদীর জল কমতেই বালির বুক চিরে বেরিয়ে এল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল স্মৃতি। বাঁকুড়ার সোনামুখী থানার ডিহিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭ নম্বর বালিঘাটে দুটি শক্তিশালী মর্টার সেল উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এদিন তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় যেমন আতঙ্ক ছড়িয়েছে, তেমনই দানা বেঁধেছে কৌতূহল।স্থানীয় সূত্রে খবর, বালি তোলার সময় শ্রমিকরা বিশালাকৃতির লোহার বস্তু দুটি দেখতে পান। খবর পেয়েই সোনামুখী থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকাটি ঘিরে ফেলে। সাধারণ মানুষের নদী তটে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই সেনাবাহিনী এবং বোম্ব স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বালিভর্তি বস্তা দিয়ে সেল দুটিকে ঘিরে রাখা হয়েছে।বিশেষজ্ঞদের প্রাথমিক অনুমান, এই মর্টার সেলগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন। দীর্ঘ কয়েক দশক দামোদরের বালির নিচে চাপা পড়ে থাকলেও এগুলি এখনও সক্রিয় ও বিস্ফোরক অবস্থায় থাকতে পারে। সাম্প্রতিক শুষ্ক মরশুমে নদীর জলস্তর কমে যাওয়ায় এগুলি দৃশ্যমান হয়েছে। এর আগে ২০১০ সালে মসাগ্রাম এবং ২০১৫ সালে পাত্রসায়রের শালখাড়াতেও অনুরূপ বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছিল। এমনকি ২০২৪ সালেও সোনামুখীতে এমন ঘটনার নজির রয়েছে।অতীতের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, এই ধরণের শক্তিশালী বিস্ফোরক সাধারণত লোকালয় থেকে দূরে নদীর চরেই ডিনামাইট দিয়ে নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় করা হয়। সেনাবাহিনী পৌঁছলে এদিন রাতের মধ্যেই সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে। তবে এই উদ্ধারের পর স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে একটিই প্রশ্ন;শান্ত দামোদরের নিচে আর কত এমন মরণফাঁদ লুকিয়ে আছে?

কংগ্রেসের গড়ে ভাঙ্গন, মন্ত্রীর হাতধরে তৃণমূলে যোগ

নয়া জামানা, মালদহ ঃ মালদা জেলার মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে ফের বড়সড় ভাঙ্গন ধরল জাতীয় কংগ্রেস শিবিরে। এদিন সন্ধ্যায় কালিয়াচক-২ ব্লকের তৃণমূল কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন উত্তর পঞ্চানন্দপুর-১ অঞ্চলের হাজারীটোলা বুথ ও আলাদিটোলা গ্রামের প্রায় ১০০ জন সক্রিয় যুব কংগ্রেস কর্মী। রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনের উপস্থিতিতে এই দলবদল কর্মসূচিটি সম্পন্ন হয়। বিধায়ক নিজে নবাগত কর্মীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাঁদের তৃণমূল পরিবারে স্বাগত জানান। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং সাবিনা ইয়াসমিনের কর্মপদ্ধতিতে আস্থা

রেখেই এই যোগদান। অন্যদিকে, নির্বাচনের আগে মোথাবাড়ি এলাকায় এই গণ-পদত্যাগ কংগ্রেসের জন্য এক বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই ভাঙ্গনের ফলে ওই অঞ্চলে কংগ্রেসের সংগঠন অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়ল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। নবাগত কর্মীরা আগামী দিনে তৃণমূলের হয়ে এলাকায় উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন।

১৩৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করল বিএনসিসিআই

স্মৃতি সামন্ত,নয়া জামানা ,কলকাতা ঃ ঐতিহ্যের পথ চলা অব্যাহত রেখে কলকাতার বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি তাদের ১৩৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করল। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শিল্পপতি ও সদস্যদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানটি বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসারে চেম্বারের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিশ্রুতিকে পুনরায় তুলে ধরে। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল ১৩৯তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত আনুষ্ঠানিক কেক কাটা এবং বিশিষ্ট অতিথিদের দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেন্ড ফাদার ড. ডমিনিক স্যাভিও। তিনি শিক্ষা ও শিল্পের সমন্বয় এবং নীতিগত নেতৃত্বের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির ট্রাস্টের সচিব কুশল চৌধুরী প্রমুখ।

মাওবাদী পোস্টার আতঙ্ক, তদন্তে পুলিশ

নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ সামনেই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই মাওবাদী আতঙ্কে উত্তপ্ত হয়ে উঠল পুরুলিয়ার বোরো থানা এলাকা। বুধবার সকালে আঁকরো এলাকায় সাদা কাগজে লাল কালিতে লেখা বেশ কিছু পোস্টার উদ্ধার হয়, যাতে লেখা ছিল ২০২৬ এবার খেলবে মাওবাদীরা, বনধ না মানলেই মৃত্যুদণ্ড। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে পুলিশ প্রশাসনের দাবি, এটি মাওবাদীদের কাজ নয় বরং সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য কোনও দুষ্কৃতী গোষ্ঠী বা অসন্তুষ্ট ব্যক্তিদের কাজ।পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারি জানান, মাওবাদীদের প্রকৃত পোস্টারে সাধারণত সিপিআই (মাওবাদী) নামাঙ্কিত থাকে এবং তাদের হাতের লেখা হয় অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। এক্ষেত্রে সেই চিহ্ন নেই। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, কেবল বিভ্রান্তি ছড়াতেই এই কাজ করা হয়েছে। বনধের হুমকি থাকলেও কবে বা কোথায় বনধ হবে, তার কোনও উল্লেখ নেই পোস্টারগুলিতে ।ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মতে, জঙ্গলমহলের অনেক প্রাক্তন লিঙ্কম্যান যারা সরকারি প্যাকেজ বা চাকরি পাননি, তারা দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নির্বাচনের আগে এমন কাজ করে থাকেন। অতীতেও ২০২১, ২০২৩ এবং ২০২৪-এর নির্বাচনের আগে জঙ্গলমহলে একই ধরণের রহস্যজনক পোস্টার

উদ্ধার হয়েছিল। রাজ্যে পালাবদলের পর উন্নয়ন ও যৌথ বাহিনীর কড়া নজরদারিতে মাওবাদী গতিবিধি প্রায় মুছে গেলেও, নির্বাচনের মুখে বারবার এই ধরণের বেনামী পোস্টার নতুন করে নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। পুলিশ পুরো বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখছে।

পথশ্রী প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ, প্রতিবাদ করায় মাথা ফাটল তৃণমূল কর্মীর

নয়া জামানা, চাঁচল ঃ পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ! কাজ চলাকালীন মুহূর্তেই রাস্তায় ফাটল। প্রতিবাদ করতে গিয়ে আক্রান্ত তৃণমূল কর্মীরা। মাথা ফেঁটে রক্তাক্ত হল তৃণমূলের প্রাক্তন সদস্য তথা এক তৃণমূল কর্মী সামিম আক্তার সরকার। কাঠগড়ায় সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্য মহবুল হক সহ কংগ্রেস কর্মীরা। মালদার চাঁচল থানার মহানন্দপুরের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়েছে এলাকার পরিস্থিতি। মহবুল হক,মসিউর রহমান ও তফজ্জল হোসেন সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের আহতের পরিবারের। গোটা ঘটনায় চাঁচল থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের পথশ্রী ৪ প্রকল্পের মাধ্যমে ওই এলাকায় কংক্রিটের পাকা রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে।অভিযোগ, ঠিকাদারকে হাতে নিয়ে দুর্নীতির উদ্দেশ্যে নিম্নমানের কাজ করা হচ্ছিল। আর সেখানে ইন্ধন দিচ্ছিল দুর্নীতিতে ইন্ধন

দিচ্ছিল এলাকার সিপিএম সদস্য মহবুল ও কংগ্রেস কর্মীরা। তৃণমূল কর্মীরা বাধা দিতে গেলেই বিরোধী সিপিএম ও কংগ্রেস কর্মীরা চড়াও হয়।

এলোপাথাড়ি হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ।আক্রান্ত তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য সামিম আক্তার সরকার অভিযোগ করে বলেন, ওরা ঠিকাদারকে হাতে নিয়ে নিম্নমানের কাজ করছিল। আমরা বাধা দিতে গিয়ে হামলা করে পালিয়ে যায়।যদিও মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছে কংগ্রেস ও সিপিএমের কর্মীরা।

২৩ বছর ধরে ছেলের ফেরার আশায় পথ চেয়ে বসে মা বাবা

বাবলু রহমান, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ২৩ বছর ধরে একটাই অপেক্ষা;ছেলে কবে বাড়ি ফিরবে। চোখের জল আর বুকভরা আশায় দিন গুনছেন এক মা। পাশে দাঁড়িয়ে একই যন্ত্রণায় ভুগছেন বাবা। হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে খুঁজে পেতে আজও মরিয়া আর্জি তাঁদের।ঘটনাটি আনুমানিক ২০০৩ সালের। জলঢাকা নদীর বাঁধ ভেঙে ভয়াবহ বন্যায় প্লাবিত হয় বিস্তীর্ণ এলাকা। সেই সময় চরম অভাবের তাড়নায় মাত্র ১৪ বছর বয়সে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে গুজরাটে পাড়ি দেয় দীপক বর্মন। দীপক ধূপগুড়ির গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের চড়চড়া বাড়ি এলাকার বাসিন্দা দোমাসু বর্মন ও যশোদা বর্মনের একমাত্র ছেলে। তাঁর তিন দিদি রয়েছে।পরিবারের দাবি, পার্শ্ববর্তী এলাকার এক ঠিকাদারের সঙ্গে এলাকার আরও পাঁচজন কিশোর কাজের সন্ধানে গুজরাটে রওনা

দিয়েছিল। কিন্তু সেখানে সঠিকভাবে কাজ না পাওয়ায় কয়েকজন ফিরে এলেও দীপক আর বাড়ি ফেরেনি।দীপকের বাবা দোমাসু বর্মন জানান, বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পর প্রথম এক-দেড় বছর মাঝেমধ্যে ছেলের সঙ্গে ফোনে কথা হতো। তারপর ধীরে ধীরে সেই যোগাযোগও বন্ধ হয়ে যায়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, গুজরাটে যাওয়ার আগেই বন্যার জেরে পরিবারের সব নথিপত্র ভেসে যায়। এমনকি দীপকের একমাত্র যে ছবিটি ছিল, সেটিও নষ্ট হয়ে যায়। ফলে প্রশাসনিক স্তরে সাহায্য চাওয়াও সম্ভব হয়নি। তবুও পরিবার হাল ছাড়েনি। নিজেদের উদ্যোগে বহুবার খোঁজ চালানো হয়, বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও কোনো সন্ধান মেলেনি। ধীরে ধীরে হতাশা গ্রাস করে বাবা-মা ও গোটা পরিবারকে।শেষ পর্যন্ত পরিবারের তরফে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এদিন দীপকের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়;মা-বাবার চোখে যেন স্থায়ী এক শূন্যতা, দীর্ঘ অপেক্ষার ক্লান্তি। তবুও আশার আলো নিভে যায়নি। পরিবারের একটাই অনুরোধ;এই ভিডিওটি যদি দীপক দেখে বা কেউ তার সম্পর্কে কোনো তথ্য জানেন, তাহলে যেন অবিলম্বে যোগাযোগ করা হয়।ছেলেটা যদি ফিরে আসে, আমাদের বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটবে;কাঁপা গলায় বললেন মা যশোদা বর্মন।আপনাদের একটি শেয়ার হয়তো বদলে দিতে পারে একটি পরিবারের ভাগ্য।

পুলিশি অভিযানে নষ্ট অবৈধ গাঁজা চাষ

নয়া জামানা,ধূপগুড়ি ঃ মাদক বিরোধী অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার ধূপগুড়ি থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য ও ডাউকিমারি ফাঁড়ির ওসি রমেন লস্করের নেতৃত্বে এক বিশাল পুলিশ বাহিনী পূর্ব ডাউকিমারি ও মধ্য খট্টিমারি এলাকায় ঝটিকা অভিযান চালায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকায় দীর্ঘ দিন ধরে নিজেদের জমিতেই অবৈধভাবে গাঁজার চাষ করছিলেন কয়েকজন অসাধু ব্যক্তি। এদিন অভিযানে নেমে পুলিশ প্রায় ৭০টি পূর্ণবয়স্ক গাঁজা গাছ কেটে ফেলে এবং ঘটনাস্থলেই সেগুলি আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করে দেওয়া হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়েই অভিযুক্ত জমির মালিক এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয়। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।এখানেই নয় এরপর সোজা

সেখান থেকে গোটা পুলিশ বাহিনীর পৌঁছে যায়, ঝার আলতা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কালার খাস এলাকায়। সেখানেও অবৈধভাবে চাষ করা গাঁজা গাছ কেটে ফেলা হয় পুলিশের তরফে।এদিন গ্রামে পুলিশের এই বিশাল বাহিনী দেখে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। তবে পুলিশের এই সক্রিয় ভূমিকাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের মতে, পুলিশের এই কড়া পদক্ষেপ এলাকায় অপরাধমূলক কাজ রুখতে এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/4/2026 4:05 PM Page 5

রাজস্থানের মরুভূমির বুকে বরফে ঢাকা ধু ধু প্রান্তর

চলুন যাই ‘মুনল্যান্ড অব রাজস্থান’

নয়া জামানা ডেক্স ঃ রাজস্থানের মরুভূমির বুকে বরফে ঢাকা ধু ধু প্রান্তর, কোনও প্রাকৃতিক দৃশ্য? শুনতে অবাক লাগলেও এমনই এক জায়গা রয়েছে রাজস্থানের আজমের জেলার কাছে।জায়গাটির নাম কিষাণগড় ডাম্পিং ইয়ার্ড।

দূর থেকে তাকালে মনে হবে যেন বরফে ঢাকা কোনও প্রান্তর বা চাঁদের মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও এক ধু ধু প্রান্তর।সেই কারণেই এই জায়গাটি এখন পরিচিত ‘মুনল্যান্ড অব রাজস্থান’ নামে। কিষাণগড় মূলত ভারতের ‘মার্বেল সিটি’ হিসেবে পরিচিত। এশিয়ার বৃহত্তম মার্বেল ডাম্পিং ইয়ার্ডও এখানেই অবস্থিত। বছরের পর বছর ধরে হাজার হাজার টন মার্বেল এবং সূক্ষ্ম ধুলো এখানে ফেলা হয়েছে।

সেই শিল্পের বর্জ্য জমতে জমতেই তৈরি হয়েছে কৃত্রিম সাদা পাহাড় ও ঢিবি।বর্ষার জল জমে মার্বেলের ফাঁকে ফাঁকে তৈরি হয়েছে নীল রঙের ছোট ছোট কৃত্রিম জলাধার, যা গোটা এলাকাকে আরও বেশি নজরকাড়া করে তুলেছে। বরফের দেশের মতো অদ্ভুত সুন্দর এই দৃশ্য ফ্যাশন শুট, বিয়ের ফটোশুট এবং পর্যটকদের জনপ্রিয় গন্তব্য।কম খরচে সহজে পৌঁছনো যায় বলেই তরুণ প্রজন্মের কাছে এই জায়গার আকর্ষণ বেড়েছে বহুগুণ। এই অদ্ভুত সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ বলিউডের নজরও কেড়েছে। কিস কিসকো প্যায়ার করু (২০১৫), দাবাং ৩ (২০১৯), বাঘি ৩ (২০২০), থার (২০২২)-এর মতো একাধিক ছবি এবং নোরা ফতেহির ‘ছোড় দেঙ্গে’, ইয়ো ইয়ো হানি সিং-এর ‘সাইয়াঁ জি’-সহ বেশ কয়েকটি মিউজিক ভিডিওর শুটিং হয়েছে এখানে। দাবাং ৩-এর ‘ইউ কারকে’ বা বাঘি ৩-এর ‘দুস বাহানে ২.০’-এর মতো গান শুট করা হয়েছে এই ডাম্পিং ইয়ার্ডে। যা পরবর্তীকালে এই জায়গাটির জনপ্রিয়তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।বর্তমানে দেশ-বিদেশের পর্যটকরা ভিড় করছেন বিশ্বের অন্যতম এই ব্যতিক্রমী সৌন্দর্য দেখতে। ইনস্টাগ্রামে ভাইরাল হওয়া বহু ভিডিও ও ছবিতে ধরা পড়েছে কিষাণগড় ডাম্পিং ইয়ার্ডের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। এক ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘এটা এমন একটা জায়গা, যেখানে শিল্প আর প্রকৃতির মিলনে তৈরি হয়েছে এমন দৃশ্য, যা রাজস্থানে কল্পনাও করা যায় না।’ পর্যটকদের জন্য এই পর্যটনস্থলটি খোলা থাকে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। বিশেষজ্ঞদের মতে, সকাল ১১টার আগে অথবা বিকেল ৪টার পর এখানে এলে সূর্যাস্তের সময় সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করা যায়। তবে সৌন্দর্যের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে বিপদও। ডাম্পিং ইয়ার্ডে থাকা মার্বেলের বর্জ্যের সূক্ষ্ম ধূলিকণা শ্বাসকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যাঁদের শ্বাসকষ্টের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের মাস্ক ব্যবহার করা এবং দীর্ঘক্ষণ সেখানে না থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এখানকার জল অত্যন্ত দূষিত। রাসায়নিক মিশ্রিত জল ত্বকের ক্ষতি করতে পারে, তাই জলাশয়ের কাছাকাছি না যাওয়াই নিরাপদ। এই এলাকায় কোনও গাছপালা জন্মায় না। সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব রাজস্থানের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, ডাম্পিং ইয়ার্ডের ৬ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের ভূগর্ভস্থ জলে টিডিএসের মাত্রা অনুমোদিত সীমার চেয়ে প্রায় ১০ গুণ বেশি। পাশাপাশি ফ্লোরাইড ও ভারী ধাতুর উপস্থিতিও আশঙ্কাজনক।

রাজস্থানের মরুভূমির বুকে বরফে ঢাকা ধু ধু প্রান্তর, কোনও প্রাকৃতিক দৃশ্য? শুনতে অবাক লাগলেও এমনই এক জায়গা রয়েছে রাজস্থানের আজমের জেলার কাছে।জায়গাটির নাম কিষাণগড় ডাম্পিং ইয়ার্ড। দূর থেকে তাকালে মনে হবে যেন বরফে ঢাকা কোনও প্রান্তর বা চাঁদের মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও এক ধু ধু প্রান্তর।সেই কারণেই এই জায়গাটি এখন পরিচিত ‘মুনল্যান্ড অব রাজস্থান’ নামে। কিষাণগড় মূলত ভারতের ‘মার্বেল সিটি’ হিসেবে পরিচিত। এশিয়ার বৃহত্তম মার্বেল ডাম্পিং ইয়ার্ডও এখানেই অবস্থিত। বছরের পর বছর ধরে হাজার হাজার টন মার্বেল এবং সূক্ষ্ম ধুলো এখানে ফেলা হয়েছে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।